সংবাদ

তারিখ 05 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

# প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় ৩১ হাজার ৬১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ

## প্রাথমিক শিক্ষা হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ৩১ হাজার ৬১৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে শিক্ষায় প্রস্তাবিত বাজেট ছিল ২৯ হাজার ২১ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। সে হিসাবে এবার ৮ দশমিক ৯৫ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

নতুন বাজেটে সামগ্রিক শিক্ষার মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ১৭ হাজার ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটে এই বরাদ্দ ছিল ১৫ হাজার ৫৪০ কোটি। আর নতুন বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৪ হাজার ৫০২ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের বাজেটে এর পরিমাণ ছিল প্রাথমিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

### প্রাথমিক : গণশিক্ষায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১৩ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা।

গতকাল জাতীয় সংসদে চলমান বাজেট ভাষণে এ ঘোষণা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

উচ্চশিক্ষার প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট নির্মাণের কাজ চলছে। এগিয়ে চলছে ১২৮টি উপজেলায় রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের কাজ। চলমান রয়েছে বরিশাল প্রকৌশল কলেজ স্থাপনের কাজ।

তিনি বলেন, পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে 'অপপবৎবফরঃধঃরড়হ ঈড়ঁহপরষ' গঠনের প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত।

কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেন, কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য ৯২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি উপজেলায় একটি করে কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলছে। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি করে গার্লস টেকনিক্যাল স্কুল, ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, চারটি বিভাগীয় শহরে চারটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং সব বিভাগে একটি করে প্রকৌশল কলেজ স্থাপনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক স্বাক্ষরতা ও জীবনদক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন, ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা চলছে। সেই সঙ্গে বিদ্যালয় নেই- এমন গ্রামে এক হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে এক হাজার ১৯টি বিদ্যালয় নির্মাণ শেষ হয়েছে। অবশিষ্টগুলো নির্মাণাধীন। শিক্ষার মানোন্নয়নে ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকবে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের এক হাজার কোটি টাকা সিড মানির বিপরীতে অর্জিত ৭৫ কোটি টাকা মুনাফা থেকে স্নাতক ও সমপর্যায়ের মেয়েদের উপবৃত্তি কার্যক্রমও চলমান থাকবে।